মোশাররফ হোসেন খান

দহন বেলায়

মোশাররফ হোসেন খান

দাহন বেলায়

www.pathagar.com

www.pathagar.com

দাহন বেলায়

মোশাররফ হোসেন খান

দ্রাবিড় প্রকাশন

www.pathagar.com

দাহন বেলায়

মোশাররফ হোসেন খান

প্রকাশনায়
দ্রাবিড় প্রকাশন
২৫৬/২ (নিচতলা)
সুলতনাগঞ্জ,
রায়ের বাজার
ঢাকা-১২০৯
ফোন ঃ ৯৮০১২৩৬
প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর, ২০০২

গ্রন্থস্বত্ব
বেবী মোশাররফ

প্রচ্ছদ
শাইখ শাহবাজ
দাম
পঞ্চাশ টাকা

www.pathagar.com

মানুষ তরঙ্গ হও
মুছে ফেলো শোকের ললাট
মানুষ সমুদ্র হও
ভেঙ্গে চলো কালের কপাট

www.pathagar.com

লেখকের প্রকাশিত
অন্যান্য গ্রন্থ

কবিতা

হৃদয় দিয়ে আগুন
নেচে ওঠা সমুদ্র
আরাধ্য অরণ্যে
বিরল বাতাসের টানে
পাথরে পারদ জ্বলে
ক্রীতদাসের চোখ
নতুনের কবিতা
বৃষ্টি ছুঁয়েছে মনের মৃত্তিকা

গল্প

প্রচ্ছন্ন মানবী
সময় ও সাম্পান
ডুবসাঁতার

অন্যান্য

বিপ্লবের ঘোড়া
হাজী শরীয়তুল্লাহ
সাইয়েদ নিসার আলী তিতুমীর
মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী
সাহসী মানুষের গল্প ১,২
রহস্যের চাদর
অবাক সেনাপতি

সম্পাদনা

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে
মুসলিম অবদান

www.pathagar.com

কবিতাসূচি

পাতালের গুহা থেকে ০৯
মধ্যপুরুষের প্রার্থনা ১০
সবুজ উত্থান ১২
এ-ভূমি সেনের নয় ১৩
কাবিলের উত্তরাধিকার ১৪
যাত্রানাস্তি ১৬
হাঙ্গর ১৭
অনাবৃত অনাদিকাল ১৮
কালপুরুষ ১৯
উদ্বাস্তু শকুন ২০
পূর্ণিমা ২১
বনমানুষের ডেরায় ২২
স্বপ্নবিলাস ২৪
শহীদ মালেক ২৫
কালের বিদ্রূপ ২৬
যৌবনতরঙ্গ ২৮
ইকবাল ২৯
৩০ নজরুল ইসলাম
৩১ ফররুখ আহমদ
৩২ সৈয়দ আলী আহসান
৩৩ নক্ষত্রের ফনা
৩৪ পৃথিবী ও ক্যাঙ্গারু
৩৫ দিনান্তের দীর্ঘশ্বাস
৩৬ নখের বিস্তার
৩৭ নির্মাণ
৩৮ ঘাতক ঘুমিয়ে আছে
৪০ কসোভা
৪১ একুশের কবিতা
৪২ দাহন বেলায়
৪৩ গন্তব্যের দিকে
৪৫ সমুদ্রের কাছাকাছি
৪৬ ফাটা কপালের দাগ
৪৭ অবাক কাশ্মীর
৪৮ গুজরাট এবং রক্তাক্ত শ্রাবণ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পাতালের গুহা থেকে

পৃথিবী উপচে পড়ে বিষণ্নতা, শকুনের ডাক
চোখের ওপরে মেঘ, মাথার ওপরে কালো কাক।
দূর থেকে ভেসে আসে ভয়ঙ্কর মৃত্যুর সঙ্গীত
জনপদ-লোকালয়ে ছেয়ে যায় শোকের ইঙ্গিত।

শাণিত প্রহর ভেঙ্গে তবু এসো দীপ্রমহাকাল
রক্তের তরঙ্গ ফুঁড়ে জেগে ওঠো সমুদ্র উত্তাল।
পাহাড় টপকে এসো দুর্বিনীত সাহসের ঘোড়া
জেগে ওঠো জনপদ-লোকালয়, পর্বতের চূড়া।

থাকনা শোকের নদী, আসমুদ্র হৃদয়ের জ্বালা
তবুও ক্রন্দন নয়। শুরু হোক হিসাবের পালা।
পাতালের গুহা থেকে জেগে ওঠো সাহসের ঘোড়া
জেগে ওঠো জনপদ-হিমালয়, পর্বতের চূড়া।

মানুষ তরঙ্গ হও, মুছে ফেলো শোকের ললাট
মানুষ সমুদ্র হও, ভেঙ্গে চলো কালের কপাট ॥

www.pathagar.com

মধ্যপুরুষের প্রার্থনা

এই দিন কিংবা এই রাত— না, কোনটার ভেতর আমি নেই।
আমি কেবল উড়ে যাচ্ছি তন্দ্রার তেপান্তর পার হয়ে।
উড়ে যাচ্ছি পৃথিবী ছেড়ে—শূন্য থেকে মহাশূন্যের গভীরে।

ভাসমান মেঘ আমার চোখের পাঁপড়ি।
বাতাস—আমার দুর্বিনীত দু'টি ডানা।
সূর্য এবং প্রতিটি গ্রহ—আমার বিদ্রোহী কেশরাশি।

আমি ভেসে যাচ্ছি এবং অতিক্রম করছি
যুদ্ধ মড়ক মহামারি এবং দুর্ভিক্ষের কঠিন স্তর।
আমি ভেসে যাচ্ছি। আমার সাথে ভেসে যাচ্ছে অতীত এবং বর্তমান।
ভেসে যাচ্ছে বাতাসের বহুস্তর পার হয়ে মানুষের ভবিষ্যত।
আমার ডানার ঝাঁপটায় খসে পড়ছে রহস্যের আবরণ ছিঁড়ে
একেকটি কাল–মহাকাল।

আর এভাবে ভাসতে ভাসতে, আবর্তিত হতে হতে এক সময়
আবিষ্কার করলাম আমার আদি পুরুষের বাস্তুভিটা।

এই আমার পিতৃ পুরুষের আবাসস্থল!
এখানেই জমে আছে ক্ষমার ক্রন্দন!
এখানেই প্রবাহিত হয়েছে উষ্ণ প্রশ্বাস!
এখানেই তটস্থ ছিল ব্যাকুল হৃৎপিণ্ড!
এই আমার অতীত, এই আমার ভবিষ্যত!

আমিও আমার পাঁজরের হাড্ডি খুলে গেড়ে দিলাম পর্বতের চূড়ায়।
এবং কি আশ্চর্য! পাঁজরের সূঁচালো অগ্রভাগ স্পর্শ করে গেল
অদৃশ্যের ছাদ!

হে আমার পাঁজরের হাড্ডি! তুমি এখানেই থাকো!
তুমি বৃক্ষ হও।

www.pathagar.com

তুমি ফুল ফল আর সবুজ পল্লবে ভরে তোলো নতুন পৃথিবী।
পাঁজরের হাড্ডি! তুমি আরও প্রশস্ত হও।
তোমার বুক চিরে প্রবাহিত হোক দশটি মহাসাগর।
সাগরের বুক চিরে জেগে উঠুক মহাপৃথিবীর মানচিত্র।

হে আমার পাঁজরের হাড্ডি! তুমি অমর অক্ষয় হও।
পৃথিবীর সর্বশেষ সন্তানও যেন ভূমিষ্ঠ হয়েই বুঝতে পারে—
এখানে এসেছিল এক মধ্যপুরুষ এবং রেখে গেছে
হন্তারকের হলকুম চিরে একটি প্রশান্ত আবাসস্থল
আর পিতৃত্বের শনাক্তকারী এই পাঁজরের হাড্ডি—
অস্তিত্বের প্রলম্ব স্মারক।

www.pathagar.com

সবুজ উত্থান

আমার এ চোখ দেখতে অপারগ মানুষের ধ্বংসাবশেষ
অথচ প্রতিদিনই দেখতে হচ্ছে বীভৎস কংকাল

ঘুমুতে যাবার আগে প্রার্থনায় নত হই :
প্রভু! তোমার অলৌকিক ফুঁৎকারে
এই পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে দাও
কাল প্রভাতেই যেন দেখতে পাই মানুষের উত্থান

হা হতোষ্মি !
প্রভাতের আগেই ঘুম ভেঙ্গে যায় শূকরের চিৎকারে
আর চোখ খুলে দেখতে পাই
হাবিয়া দোজখের মতো এক ভয়ংকর আগ্নেয়গিরি
এবং তার মুখের ভেতর কেবলই দগ্ধ হচ্ছে সমগ্র পৃথিবী

মানব জন্মের এই এক করুণ পরিণতি
জানি না, কতোকাল আর দেখে যেতে হবে দু:সহ রক্তনদী
আমার এ চোখ দেখতে অপরাগ মানুষের ধ্বংসাবশেষ
অথচ প্রতিদিনই দেখতে হচ্ছে বীভৎস কংকাল
তবুও আমি অপেক্ষায় আছি
আমিতো দেখে যেতে চাই—
উৎসবমুখর পৃথিবী
আর মানুষের সবুজ উত্থান।

১৭.২.১৯৯৬

www.pathagar.com

এ-ভূমি সেনের নয়

এ নয় চোখের দেখা— দেখার অধিক।
পাতার মর্মর ধ্বনি, মৃত্যুর নূপুর
ক্ষুধার ক্রন্দন আর দহন-দুপুর—
এ নয় জীবন খেলা— বীজের অলীক!

চোখের ভিতরে বিষ-বিষাদের ছায়া!
কখন যে খসে গেছে তালুকের তাজ,
সবুজ মথিত করে উড়ে গেছে বাজ—
মথিত করেছে আর মাতৃত্বের মায়া।

রক্তে ভেজা মেজরাফ— মূর্ছনায় নীল!
উধাও সঙ্গীত-সুর, বেড়েছে রোদন—
ঘাতক কেড়েছে সুখ-সুখের বোধন,
পৃথিবীর মুখে দেখ কালিমার তিল।

শিয়রে শকুন ওড়ে, ধূসর খামার!
এভূমি সেনের নয়— তোমার-আমার।

www.pathagar.com

কাবিলের উত্তরাধিকার

পৃথিবী নামক গৃহটি এখন ভীষণ নড়বড়ে, জরাজীর্ণ।
আর এর অধিবাসীরা যেন ভয়তাড়িত উদ্বাস্তু শালিক।

পোড়োবাড়ির ওপাশে ফ্যাক্টরির সারাক্ষণ একটানা ঘরঘর শব্দ।
কখনো মনে হয় সতরের কাপড় নয়, ওখানে উৎপন্ন হচ্ছে
অগণিত সন্তান।

হে কাবিলের ভগ্নিরা!
তোমরা কি জানো—পৃথিবীর তিনভাগ অর্থ এখন
খরচ হয়ে যায় তোমাদের সন্তান হত্যার জন্য?
এখানে নুনের চেয়েও খুন বড় সস্তা, এমন কি মূল্যহীনও বটে।

হত্যা এবং খুনের চেয়ে অধিক কোনো প্রিয় খেলা
পৃথিবীতে এখন আর নেই।

কেনই বা হবে না?
কাবিলের হাতই তো প্রথম রঞ্জিত হয়েছিল ভায়ের রক্তে!
এরাতো সেই হন্তারক পিতারই ঔরসজাত সন্তান!

এত হত্যা, এত রক্ত আর ভাল লাগে না।
ঘৃণা এবং লজ্জায় এখন ইচ্ছে হয়
বাষ্পের শরীরের ভিতর ঢুকে যাই।
কিংবা পৃথিবীর উল্টো পিঠে বসত গড়ি।
এই নোংরা পচা লাশের
পেট ভেদ করে ঘর বাঁধি অন্য কোনো গ্রহলোকে।

আহ! সাইপ্রাসের হাঁসের মত আমারও যদি দুটো ডানা থাকতো!

www.pathagar.com

আশরাফুল মাখলুকাতের এই করুণ পরিণতি দেখে
আমার এখন কবরের নিস্তব্ধতাকেই অধিক শ্রেয় বলে মনে হয়।
ইচ্ছে হয়, কবরের খুঁটি ধরে অন্তত কিছুক্ষণ কেঁদে নিই।
মানুষের দুর্ভাগ্যে নীরবে ক্রন্দন এবং কিছু শোকগাথা রচনা ছাড়া
কবিরা আর কিইবা করতে পারে?

ক্ষতিগ্রস্ত পোড়োবাড়ির ভেতর থেকে এখন
মেশিনের ঘর ঘর আওয়াজ শুনতেই বুকটা শিউরে ওঠে ভয়ে।
মনে হয়, না জানি আবার কোন্ কাবিলের সন্তান
রক্ত-পিচ্ছিল সুড়ঙ্গ ভেদ করে এই মাত্র কূলে উঠলো!

www.pathagar.com

যাত্রানাস্তি

কোথাও যেন যাবার কথা ছিল।
কিন্তু যাবো না কোথাও।
অবশেষে বেদনার বৃষ্টিতে ভিজিয়ে
ফিরে গেছে দয়ালু বাতাস।
প্রতিকূলে হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত এখন, ভীষণ ক্লান্ত।

কোথায় বা আর যেতে পারি ?

স্বপ্নের সমুদ্র ছিল একদা যেখানে
যেখানে ছিল অনন্ত শীতল প্রবাহ
সেখানে কী এক ভয়ংকর নিস্তব্ধতা
মরু প্রান্তরের ধুধু শূন্যতা অথবা
মরীচিকার ক্ষয়িষ্ণু ধূসরতা ছাড়া
এখন আর কোথাও কিছু অবশিষ্ট নেই।

কী ভীষণ ক্লান্তিকর এই যাত্রানাস্তি!

কেন যে এমন হলো, কোন্ সে ইঙ্গিতে
তুমিও ডাকো না আর সঘন সঙ্গীতে!

www.pathagar.com

হাঙ্গর

লাভামুখে দাঁড়িয়ে একাকী। বাইরে লাশের গন্ধ।
শরীরে শরীরে ছুঁয়ে বললো সে : 'চলো স্নানে যাই।
খুলে দেব এই আমি অক্লেশে নদীর মুখ। তুমি—
আবেগ-আক্রোশে কেটে যাবে জলে বিমুগ্ধ সাঁতার।'

তাকে বলি : একুশ বছর পর হাঙ্গরের দল
আবার উঠেছে জেগে। খরা-বানে ভেঙেছে কপাল।
নদীর উৎসমুখ যতই করুক তোলপাড়—
নাভীর ওপরে এখনতো কেবল পেটের ক্ষুধা।

নাভীর ওপরে কামহীন ক্ষুধা বিশুদ্ধ আগুন।
যে আগুনে ভস্ম হয় শতশত দেশ-মহাদেশ।
তোমার দাবির চেয়ে বেশি দাবি সুষম খাবার,
ভাতের গন্ধের চেয়ে দামী নয় দেহের সাঁতার।

হাঙ্গরের মুখে রেখে বারকোটি ক্ষুধার্ত মানব
স্নানে যাবো না, কসম! ছোঁবনাকো তোমার পশম ॥

২৩.৬.১৯৯৬

www.pathagar.com

অনাবৃত অনাদিকাল

হন্তার দাঁতের নিচে কাঁপে আয়ু কাঁপে মহাকাল

দেয়ালের ভাঁজে ভাঁজে বেড়ে ওঠে উত্তপ্ত নি:শ্বাস
সময়ের শিঙে ঝুলে আছে এ কোন্ রূঢ় চাবুক
রক্তাক্ত পৃথিবী আর জনপদ—ভয়াল সঙ্কুল

ধূলায় ধূসর করে ছুটে যায় বিনাশের ঘোড়া
কাতরে ছলকে পড়ে পাতিলের তপ্ত দীর্ঘশ্বাস

হন্তার দাঁতের নিচে কাঁপে আয়ু কাঁপে মহাকাল
পৃথিবী নীরব তবু—মৃত মাছ যেন পড়ে আছে
জলহীন চরের ওপর আনগ্ন অনাদিকাল।

www.pathagar.com

কালপুরুষ

কতো কাল হলো—আমি আর স্বপ্ন দেখি না।

এ রকমতো হয় না কখনো?
যে মুখের আদলে নির্মাণ করেছিলাম
কোমল মানচিত্র
সে মুখও এখন অশীতিপর বৃদ্ধার মতো
কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।
তাকেও এখন আর স্মৃতিতে ধরতে পারি না
এমনকি তোমাকেও
যে তুমি রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে
শুষে নাও আমার তাবৎ ক্লান্তির ভার।
তাহলে কি আমি কোথাও হারিয়ে ফেলেছি
আমার গন্তব্যের সমূহ ঠিকানা?

কতো কাল হলো—আমি আর স্বপ্ন দেখি না।
অথচ আমি তো নিশ্চিত জানি—
একমাত্র স্বপ্নের জন্যই
জন্ম হয়েছিল আমার
এবং আমি ভূমিষ্ঠ হবার পরই
এ পৃথিবী প্রথম অনুভব করেছিল
কালপুরুষের এক কালজ কাঁপন।

২৫.১২.১৯৯৫

www.pathagar.com

উদ্বাস্তু শকুন

অনিবার্য পতন ভেবে
হলুদ বৃষ্টির ভেতর পালিয়ে যাচ্ছে উদ্বাস্তু শকুন
সমুদ্র ডাকে :
হে নাবিক!
সঙ্গীতের স্বরলিপি বন্দি দ্যাখো আগুনের অস্ত্রাগারে

নাবিক দাঁড়িয়ে যায় উত্তাল সমুদ্রে
আর অরণ্যগামী বাতাসের শা শা শব্দের ভেতর
ঢেউয়ের বিপরীত দাঁড়িয়ে পরীক্ষা করে নেয়
ধাতব কুড়াল

তারপর পৃথিবীর সুবৃহৎ পর্বতে দাঁড়িয়ে
অবাক বিস্ময়ে দ্যাখে :

মধ্য এশিয়ার নাভীমূল থেকে জ্বলে উঠছে আগ্নেয়গিরি
এবং অনিবার্য পতন ভেবে
হলুদ বৃষ্টির ভেতর পালিয়ে যাচ্ছে উদ্বাস্তু শকুন

www.pathagar.com

পূর্ণিমা

এখানে অশেষ ক্লেদ, ঘৃণা আর অজস্র আঁধার
এখানে শোকের স্রোত, রক্তঝরা বাধার পর্বত,
তবুতো কখনো দেখা দেয় ভোর, ফুলের বাহার
অধর পল্লব থেকে বেজে ওঠে মিহি নহবত।

আছে শোক-তাপ, দু:খ জরা, বানভাসী অশ্রুধারা
কখনো বা দাবদাহ, বৃষ্টিহীন, পোড়ামাটি-প্রাণ
অশেষ খরার মাঝে— তবুও হৃদয় স্বপ্নভারা—
নতুন আবেশে টেনে নেয় চাষীমন ফসলের ঘ্রাণ।

শত ঝঞ্ঝা, শত বাধা— পথ চলে যায় বহু দূর—
তবুও আরেক প্রান্তে দেখি মুখরিত পরিবেশ
কান পেতে শুনি— কার যেন বেহালার সুর—
বিপুল বিস্ময়ে বাজে; জেগে ওঠে সবুজ স্বদেশ।

এভাবেই কাটে দিন, অগণন তারাহীন রাত,
অমাবস্যা শেষে হাসে ঝলমলে পূর্ণিমার চাঁদ॥

২৪.৮.২০০২

www.pathagar.com

বনমানুষের ডেরায়

কীভাবে যে এই দুর্গম সংকুল অরণ্যে এলাম!
অথচ সমুদ্রে যাবো বলে রওয়ানা দিয়েছিলাম।

ভয়ংকর অরণ্য নামক এই হিংস্র জনপদে
বনমানুষের ভৌতিক উল্লাস
প্রশ্বাসে বিষাক্ত দাবানল
ভাতের লোকমার সাথে প্রবেশ করতে চায়
ধুরন্ধর শকুনের র'ওঠা বীভৎস গলা
নিরাপদ কালযাপনের জন্যে একটি আশ্রয় খুঁজতে খুঁজতে
কীভাবে যে প্রবেশ করলাম তস্কর ডাকাতের ডেরায়?

নির্বান্ধব এই হিংস্র নগরে বনমানুষেরা এমন ক্রুদ্ধভাবে তাকায়
যেন আমি প্রবেশ করেছি কোনো নিষিদ্ধ ঘরে।
অথচ আমার পকেটে রয়েছে অবাধ বিচরণের জন্মগত টিকেট।
শিকড় ছেঁড়া নড়বড়ে প্রবীণ বৃক্ষরাও প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রদাহে প্লেগের রোগীর মতো
কেন জানি অকারণে কেবলই তড়পায়।
অথচ আমি তো কাউকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবি না!

সবাই জানে—এক ফুলকি দ্রোহ, এক ফালি দুর্বিনীত
সাহসের ঢেউ এবং একগুচ্ছ অমেয় প্রত্যয় ছাড়া
পার্থিব সম্পদ বলতে আমার আর কিছুই নেই।
তবু কেন চারপাশে জ্বলে ওঠে দাউ দাউ ঈর্ষার আগুন ?

এখন অশান্ত এক তরঙ্গের মাস্তুলে বসে প্রার্থনা করছি :
প্রভু, আমাকে দু'টি অলৌকিক ডানা দাও।

www.pathagar.com

ঘৃণা আর উপেক্ষা করার মতো ভ্রুক্ষেপহীন প্রচণ্ড গতি দাও।
যেন এইসব বনমানুষ আর ধূর্ত শকুনের
অন্যায় অত্যাচারকে অগ্রাহ্য করে মুক্ত বাতাসের মধ্যে
ছড়িয়ে দিতে পারি আমার স্বপ্নভার পালকের বিদ্যুৎ।
আমার সকল রোদন, রক্ত আর দ্রোহের বিনিময়ে
অজগর বেষ্টিত এই ভয়ংকর নগর এবং অস্থির পৃথিবীকে তুমি
মানুষের জন্যে বাসযোগ্য করে দাও।

প্রার্থনার শেষ রাতে এর বেশি তোমার কাছে
আমার আর কিছুই চাইবার নেই, প্রভু!

www.pathagar.com

স্বপ্নবিলাস

এখানে, নদীর ধারে বসেছিল সে, চুপচাপ।
তার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল
বিশ হাজার মাইল বেগে স্বপ্নের কবুতর।
আর তখন, হতাশারা হামাগুড়ি দিয়ে
এগিয়ে আসছিল আমার দিকে, সন্তর্পণে।
আমার সামনে তখন অনিকেত অন্ধকার!
তাকে বললাম :
হাত দুটো ধরো!......
নদীর ঢেউয়ের সাথে মিশে গেল তার
রহস্যপূর্ণ হাসির ছটা। আর কেমন
সহজেই বললো সে :
এখনো সময় হয়নি।

আজ আমি বসে আছি সেখানেই, চুপচাপ।
আমার দৃষ্টিতে উদাস ভ্রমণ।
হঠাৎ গুমরে উঠলো মেঘের মেয়ে।
কোমর ভেঙ্গে আছড়ে পড়লো নর্তকী ঢেউ।
নদীকেও মনে হলো জনম দুখিনী!
আলোর ওপাশ থেকে নিচুস্বরে বললো সে :
এবার এসো।
তার সময় হয়েছে!
কিন্তু আমার যে আজ আর ফেরার কোনো
ইচ্ছে নেই।
এমনকি সময়ও!.......

www.pathagar.com

শহীদ মালেক

জীবন যেখানে মুষড়ে পড়েছে আজ
পৃথিবী হয়েছে বেদনায় চার ভাঁজ
চারিদিকে বিভীষিকা, মরুময় গ্রাম
তখন পড়েছে মনে স্বজনের নাম—
শহীদ মালেক।— সে তো নাম নয়;
উত্তাল তরঙ্গ, কেবলই বরাভয়।

দাঁড়িয়ে আছেন সাগরের রূপকার
এবং হাত তুলে ডেকে যান বারবার :

ঘুমায় কে আজ দরোজায় খিল দিয়ে
কে আছো আরুদ্ধ প্রবল প্রশ্বাস নিয়ে
ছুটে চলো রুদ্ধতার আবরণ ছিঁড়ে
ফেলো নোঙর তোমার সাহসের ভিড়ে।
পায়ে পেশো শোকতাপ দুর্বার কিষাণ
মুক্ত বিহঙ্গের মত ওড়াও নিশান।

কে তিনি কে তিনি? কোন্ সেনাপতি?
রক্তপাথারে কে থামিয়ে দিলেন গতি?
কে বলেন : দাঁড়াও! দাঁড়াও তুফান ফুঁড়ে
তোমার উত্থান হোক মহাকাল জুড়ে।
হাঁকিয়ে চলেন তিনি বাতাসের ঘোড়া
ডানা তার স্বপ্নমাখা তেপান্তর জোড়া।

কে ডাকে, কে ডাকে শঙ্কাহীন কণ্ঠ কার?
শহীদ মালেক! ডেকে যান বারবার।—

১.৭.২০০২

www.pathagar.com

কালের বিদ্রূপ

এমন একটা সময় ছিল, যখন ভাবতাম আমার মতো
এক নিরীহ কবির জন্যে কোথাও কোনো খড়্গ-কৃপাণ
তাক করে নেই।
এবং অজাতশত্রু জোছনার মতো আমিও আমার
স্বপ্নচারিতার ডানায় ভর করে অন্তত স্বাধীনভাবে
বিচরণ করতে পারি।

কিন্তু এখন ভাবছি, বয়স এবং কালটাই
বোধ হয় আমার ভাবনার বিপরীতে।
তা নাহলে একদা যেখানে আমি, ঘুটঘুটে অন্ধকারেও
কোনো শংকার ছায়ামাত্র দেখিনি
আজ সে পথে দিনের আলোতে হাঁটতে গেলেও
কেন জানি শরীরটা বিদ্যুৎচমকের মতো ভয়ে
শিউরে ওঠে।

ভাবি, হয়তো বা পেছনে কোনো তস্কর আমাকে
তাড়া করে ফিরছে।
গভীর রাতে, যখন একান্তে
নিজের ক্লান্তির ভার রেখে একটু স্বস্তি পেতে চাই
তখনো কেমন এক ধরনের ভয় এবং হিংস্রতা আমাকে
অক্টপাশের মতো খামচে ধরে।
আর আমি বল্লমবিদ্ধ হরিণের মতো পালাবার জন্যে
কেবল উর্ধশ্বাসে ছুটতে থাকি।

www.pathagar.com

কিন্তু কোথায় বা আর যেতে পারি? কতো দূরে?
চোখ খুলে তাকিয়ে দেখি, আমার জন্যে এই শহর
এমন কি বাংলাদেশের কোনো গ্রামের একটি দরোজাও
আর অবশিষ্ট নেই।
'হায় হতভাগ্য কবি!
রাশি রাশি শব্দের স্তূপও তোমার জন্যে এতটুকু আশ্রয় এবং
ভালোবাসার মুদ্রা কোথাও খুঁজে পেল না!' —
কালের এই নিষ্ঠুর বিদ্রূপ আর উপহাসের ঘূর্ণাবর্তে ভাসতে ভাসতে ভাবছি—
তাহলে এখন আমি আর কোথায় যেতে পারি?

www.pathagar.com

যৌবনতরঙ্গ

বেশতো কানকি দুটো ধরে ঘোরাতে চেয়েছো মৃত মাছের মতো।
পেরেছো কি? তোমরা জানো না— যৌবন কাকে বলে।
জানো না তারুণ্যের তেজ।

আমার চলার পথে ছড়িয়ে রেখেছো ঈর্ষার আগুন।
করতলে বিষাক্ত ফনা। দক্ষ সাপুড়ের মতো খেলে যাচ্ছো দারুণ।
আর আমার জন্য বন্ধ করছো একেকটি দরোজা।
কী যে হাস্যকর!
পথের কি কোনো শেষ আছে?

তোমরা জানো না— আমার ফুঁৎকারে এখনো চাঁদ ফেটে
জোছনা গড়ায়। পাথর ফেটে ঝরনা হয়। গ্রহলোকে
ঘটে যায় কতসব কাণ্ড। আর আমার চাহনিতে
এখনো গর্ভবতী হয় নদী এবং হাওয়ার মেয়েরা।

আমার জন্য এখনো দরোজার চৌকাঠ ধরে প্রতীক্ষায়
থাকে দুখিনী বাংলার মতো শ্যামাঙ্গী চাতকী।
এইতো উড়িয়ে দিয়েছি আমার দুরন্ত সাম্পান।
সাহসের দোসর আমি। কি করে পরাজিত হবো ঈর্ষার কাছে?
সূর্যকে রুখতে পারে— সাধ্য আছে কার?
শেষ পর্যন্ত যৌবনেরই জয় হয়।

www.pathagar.com

ইকবাল

মধ্যাহ্নে শুকিয়ে যায় পাললিক দ্বীপের শরীর
নদীর নিতম্ব জানে দেহে তার আরেক সন্তান
বেড়ে ওঠে ক্রমান্বয়ে। তারপর নদী ও উদ্যান
হাত নেড়ে সেই নামে বারবার ডেকেই অধীর!

ভারী হলে মেঘ বায়ু মাটি পায় মাতৃত্বের সুখ
নদীও রমণী হয়— কুলু কুলু স্রোত বহতায়
নবীন দীপ্তিতে দুলে ওঠে চাঁদ। ঘোর তমসায়
কার নামে ডাকে পাখি, জলমগ্ন পাথরের বুক?

নক্ষত্র চিনেছে তাকে; শতাব্দীর শুদ্ধতম চোখ!
ধূসর কুহেলি ছেড়ে আদিগন্ত ঊষার স্বপন
জ্বলে ধিকি ধিক বুকে তার। যার উল্লাসি চরণ
সমুদ্রের তলদেশ থেকে পরিব্যাপ্ত ঊর্ধলোক—

কি নামে ডাকবো তাকে? নাম তার খুঁজি অবিরাম—
শব্দেরা বলেন : থাকনা সে, 'পৃথিবীই' তার নাম ॥

www.pathagar.com

নজরুল ইসলাম

আকাশে তখন দূরাগত মেঘমালা অদৃশ্য স্টেশন থেকে
সবেমাত্র ওড়া শুরু করেছে। এখন পাহাড়ের চূড়া যদি
দীঘির জলের মতো ঢেউ তুলে ক্রমাগত সম্মুখগামী
হয়; তবুও তা আমাদের দৃশ্যাতীত। একটি কবুতরকে
উড়ে যেতে দেখলাম পাহাড়ের দিকে। পাহাড় তাকে স্বাগত
জানিয়ে এক অসম বারান্দায় পিঁড়ি পেতে দিল। তারপর—

কবুতরকে আকাশ দেখিয়ে বললো : আকাশের মতো হও।
নীল সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বললো : সমুদ্রের মতো হও।

কবুতর কোনোদিন সমুদ্র হবে না। এমনকি আকাশের
বুকও স্পর্শ করতে পারবে না— এই ভেবে মাটির সবুজে
নীড় বেঁধে নিল। তার প্রসবিত ডিম থেকে এখন প্রত্যহ
বেরিয়ে আসে সহস্র চকচকে বাচ্চা। সূর্যের মতো লাল ঠোঁটে
ওড়ায় তারা অদ্ভুত নক্ষত্র আর গোলাপী পায়ের পাতায়
হাওয়ায় দোল খায় বৈশাখী ঘুড়ির মতো শুভ্র মহাদেশ।

এখন উর্ধে তাকাও। দেখ, অদৃশ্য হাতের এক কারুকাজ :
কবুতরের রূপোলী ডানা ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না ॥

www.pathagar.com

ফররুখ আহ্‌মদ

সমুদ্রের নাভি থেকে উত্থিত প্রচণ্ড দীর্ঘশ্বাসে
কমে যেতে পারে পৃথিবীর আয়ু

সহসা ফিরে দাঁড়ান সমুদ্র নাবিক
হাতের মুঠোয় তাঁর সামুদ্রিক রূপোলী ঝিনুক
ঝিনুকের পেটে অপেক্ষমান অদৃশ্য এক সাহসী ঈগল
সাতটি সাগর—
চলমান পৃথিবীর সর্বকালের ইতিহাস

মাস্তুলে দাঁড়িয়ে 'সাত সাগরের মাঝি'
পাটাতনে ঘাই মারে আরণ্যক ভয়
কেউ যেন ডাকে :
থামো মাঝি, দেখ ঝড়ের উল্লাস

ঝড়! ঝড়তো উজ্জ্বল সাহসের প্রতীক, সমুদ্র স্বভাব
নাবিক ফিরে দাঁড়ান উন্মত্ত ঝড়ের মুখোমুখি
বিস্মৃতির সীমানা পেরিয়ে অসীমের দিকে

নাবিকের চাহনিতে ফাঁক হয়ে যায় দরিয়ার নোনা পানি
পানির গভীর থেকে উঠে আসে উজ্জ্বল পাথর
বস্তুত কবি তিনি—
অনন্তের শুদ্ধতম কবি

www.pathagar.com

সৈয়দ আলী আহ্সান

বহুকাল দিয়েছেন আলো-ছায়া শিল্পের সুষমা
সিক্ত করেছেন এই বাংলার আবাদের জমি
সে ছিল তৃষ্ণার বৃষ্টি। হতে পারে উপল উপমা
কিম্বা তারও অধিক—বহুবর্ণ, অনির্ণীত ছবি।

বহুদর্শী কালবৃক্ষ। আর এই উপমহাদেশে
পৃথক প্রবর। যেন তিনি অরণ্যের সেনাপতি,
দাঁড়িয়ে আছেন সম্রাট এক স্বতন্ত্র, রাজ বেশে।
নাকি বিশাল জলধি— তীরভাসা স্রোতোবাহী নদী!

প্রজ্ঞার বিভায় দীপ্তিমান, সীমাহীন অভিজ্ঞান।
বৈশ্বিক ব্রাজক বটে, কণ্ঠে তবু স্বদেশী সঙ্গীত।
সর্বত্র সুদৃঢ় পদক্ষেপ, সুশোভন অবদান—
কোন্ নামে ডাকি তাকে? আপাতত ব্যাখ্যার অতীত।

বিপুল বিস্ময়কর! আমৃত্যু ছিলেন বেগবান
ইতিহাস, নাকি প্রবাদ-পুরুষ আলী আহ্সান!

২৫.৭.২০০২

www.pathagar.com

নক্ষত্রের ফনা

সমুদ্র হাঁটছিল নক্ষত্রের দিকে
নক্ষত্র সমুদ্রের দিকে

ঝড়ের দাপটে তীরবেগে উড়ে যায় পৃথিবীর পালক
জোসনার শরীর থেকে খসে পড়ে হলুদ চাদর
অকস্মাৎ বিদ্যুতের ফলায় চমকে ওঠে আরণ্যক শিশু
পৃথিবী প্রথম দেখেছে সেই এক শাণিত বিপ্লব

নক্ষত্র হাঁটছিল পৃথিবীর দিকে
চারপাশে তার তুষার পর্বত
পর্বত ভেদ করে আছড়ে পড়ে জমাটবাঁধা কান্নার ঢেউ

পেছনে অদৃশ্য ছায়ার শরীর
জীনের চিৎকার
ফেরেশতার ফিসফাস

গ্রহের প্রতিবাদে জ্বলে ওঠে সাহসের বারুদ
জ্বলতে জ্বলতে তারপর—
অশান্ত দুর্বিনীত চুল ঝেড়ে আশ্চর্য গ্রহের মানুষ
ফিরে দাঁড়ায় পৃথিবী নক্ষত্র এবং সমুদ্রের দিকে

নিদ্রার কাফন ছেড়ে আড়মোড়া ভেঙ্গে দুলে ওঠে মহাদেশ
মহাদেশ মাড়িয়ে দুর্বার বেগে ছুটে চলে অলীক পাথর
মার্বেলচোখে জেগে ওঠে ডোরাকাটা হরিণ, নক্ষত্রের ঘোড়া
ঘোড়ার খুরের ধ্বনিতে ভেসে যায় আশ্চর্য কোরাস :

'এ পৃথিবী আর কোনোদিন পরাজিত হবে না'

www.pathagar.com

পৃথিবী ও ক্যাঙ্গারু

জল-ঝর্ণা থেকে উঠে আসা কচ্ছপের মতো
পৃথিবীর দিকে পিঠ টান করে বসে আছি
অস্থির সূর্যের চারপাশ
বৃত্তাকারে ঘুরে আসে দাবদাহ কাল

শাদা শাদা মেঘের অস্তি কিশোরীর ওড়নার মতো
উড়তে উড়তে কেমন নির্বিঘ্নে ঢুকে যায়
নীলিমার নীলছায়া প্রকোষ্ঠে
সেদিকে তাকাতে গিয়ে সাঁটলিপিকার
ভুল মুদ্রাক্ষরে লিখে ফেলে পৃথিবীর নাম

আমি গ্রহ উপগ্রহ নক্ষত্র নীহারিকা এবং
প্রকৃতির পশমী আলোয়ান থেকে
রেশমী পশম তুলে তুলি বানিয়ে
অঝোর ঝর্ণার জলে ডুবিয়ে শুদ্ধ করে লিখি
পৃথিবীর নাম

আমার তুলিতে বিশুদ্ধ দ্রোহের সাবান

সাবানের ফেনিল বুদ্বুদে ভাসমান অশুদ্ধ বর্ণের দিকে
তাকিয়ে থাকে পাথরের মতো নির্বাক পৃথিবী
পৃথিবীকে শুচি–শুদ্ধ করে অনামিকা আঙ্গুল দিয়ে নেড়ে দেখি :

আহ কি সুন্দর মায়াবী পৃথিবীর মুখ
সেই মুখ—সুদর্শন পৃথিবীর হাত ধরে
দুর্বিনীত ঝড়ো হাওয়া আসার পূর্বেই যুদ্ধ ও রক্তের মধ্য দিয়ে
বয়ে যাওয়া সুড়ঙ্গ বন্ধুর পথ বেয়ে
দু:সাহসী ক্যাঙ্গারুর মতো দ্রুত লাফিয়ে চলি সম্মুখে

আমার হাতের তালুতে সুন্দর শিশুর মতো
নিরাপদে হেসে ওঠে উজ্জ্বল পৃথিবী।

www.pathagar.com

দিনান্তের দীর্ঘশ্বাস

চারদিকে ধ্বংস ক্ষয় মৃত্যুর কোরাস।
শূন্য ভাতের পাতিল, ধূসর কলস—
নাগিনী নি:শ্বাসে গেয়ে যায় অবিরাম।
এই যাতনার গান, বিষাক্ত অনল
দিনান্তের দীর্ঘশ্বাস, অমল-ধবল—
কেবল কবির জন্য এ ব্যথার ভার।

তাপিত বসন ছেড়ে সূর্যের শাবক
কখন উঠেছে! অথচ আমার ঘরে—
এখনো হাঁটে একোন্ মাতাল আঁধার!

ধানের শীষের বুকে চতুর শকুন
ডানা ঝাড়ে; উড়ে যায় ক্ষেতের ফসল
পড়ে থাকে হাহুতাশ, ক্ষুধার ক্রন্দন!

তোমার জানুর পরে বিশাল সাগর
পিপাসায় তবু কাঁদে তৃষিত নাগর ॥

www.pathagar.com

নখের বিস্তার

ভেবেছিলাম মানুষ দেখার মত তৃতীয় একটি নয়ন
এতদিনে অর্জন করেছি।
এখন দেখছি, মূলত কোনো দৃষ্টিই আমার আয়ত্তে আসেনি।

যে গৃহকে এতদিনে মনে করেছি গৃহ,
টেবিলকে টেবিল
চেয়ারকে চেয়ার
মানুষকে মানুষ—
এখন দেখছি, এর প্রত্যেকটিরই রয়ে গেছে
একেকটি রহস্যপূর্ণ গোপন সংজ্ঞা।
প্রতিদিনের বহুল ব্যবহৃত শব্দগুলিও এখন বিপরীতার্থক।
দেশকে এখন মনে হচ্ছে মৃত্যু-গহ্বর
আর মানুষগুলিকে বিষধর অজগর!

মূসা কালিমুল্লাহর জাতি তাদের পাপদগ্ধ চোখে দেখেছিল
উকুন, পঙ্গপাল, ব্যাঙ এবং রক্তের উপদ্রব
আর আমরা দেখছি নখের বিস্তার!
কী ভয়ঙ্কর, কী নির্মম—
পর্বতসমান একেকটি হিংস্র নখ!

মূলত কবরকেই এখন নিরাপদ আবাসস্থল বলে মনে হয়।
মানুষ দেখার ইচ্ছা এবং খায়েস—
কোনোটিই আমার এখন আর অবশিষ্ট নেই,
এমন কি রুচিও।

www.pathagar.com

নির্মাণ

বাহুলগ্ন দু:খজরা বেদনার অনন্ত সাগর।
পাঁজর উপচে পড়া আর এক বিষাদের ঢেউ
আছড়ে পড়ে দু'কূলে। মানব জন্মের আমি যেন
সর্বশেষ ভাগ্যগত দ্রষ্টা।
সকল বেদনা তাই শীর্ণ এই হৃদয় চাতালে
ঘন বরষার মতো কেবলই ঝরে ঝরে পড়ে।
অদৃশ্যের সিঁড়ি থেকে ডেকে বলে কুমারী বাতাস :
নির্মাণ জানো হে যুবক? তাহলে এসো, চলো এসো
আঁধার দু'ভাগ করে শঙ্কাহীনে আমার ভিতর।

রক্তাক্ত করেছে যে বিনাশ আমাকে নিয়ত
আমি তবু তার কাছে যাবো
ফিরে যাবো তার কাছে অনন্তের পথ ধরে
বেদনার ওপারে, যেখানে—
ঘন কুয়াশারা আরো ঘন হয়ে যায়
বিভেদেরা মিলে মিশে সব একাকার।

আমি ফিরে যাবো বিনাশের কাছে
ফিরে যাবো
দয়াবতী, দুরন্ত কুমারী বাতাসের কাছে
ক্ষয়ের উনুনে বসে যদি পারি রেখে যেতে
শোকাহত পৃথিবীর জন্যে নতুন নির্মাণ—
দীপ্ত স্বপ্ন কিংবা অন্তত একটি বীজের হৃদয়।

www.pathagar.com

ঘাতক ঘুমিয়ে আছে

ঘাতক ঘুমিয়ে আছে খাটের ওপরে
বিছানা-বালিশে, তোষক তুলায়
স্বপ্নের কোঠরে, দেয়াল মেঝেতে
ঘাতক ঘুমিয়ে আছে বিবর্ণ ছবিতে।

ঘাতক ঘুমিয়ে আছে শাওয়ার, বাথরুমে
ভাতের পাতিলে, পানির কলসে
চায়ের চামচে, চিনির বোয়ামে
তেলের শিশিতে, দুধের ফিডারে
ঘাতক ঘুমিয়ে আছে কিডনি, লিভারে।

ঘাতক ঘুমিয়ে আছে কলম দানিতে
কালির দোয়াতে, লেখার কাগজে
বই্এর অক্ষরে, চেয়ার টেবিলে
টিভির পর্দায়, জামার আস্তিনে
জুতার ফিতায়, সচল আনিতে।

ঘাতক ঘুমিয়ে আছে ব্যস্ত সড়কে
উলঙ্গ বস্তিতে, নোংরা সময়ে
নগর বাজারে, অফিস ভবনে
ঘাতক ঘুমিয়ে আছে অন্ধ গলিতে।

ঘাতক ঘুমিয়ে আছে সরব আড্ডায়
বন্ধুর জানুতে, কোমল পানিতে
গল্পের আসরে, গোপন সন্ধিতে
শাড়ির আঁচলে, রাতের শয্যায়
ঘাতক ঘুমিয়ে আছে নারীর হাসিতে।

www.pathagar.com

ঘাতক ঘুমিয়ে আছে সুউচ্চ টাওয়ারে
ফ্যানের সুইচে, ব্যাংকের লকারে
কারেন্ট-মিটারে, ফোনের ভিতরে
ঘাতক ঘুমিয়ে আছে ক্যাসেট, বেতারে।

ঘাতক ঘুমিয়ে আছে ঘুমের গহীনে
ছায়ার ওপাশে, আত্মার গভীরে
ঘাতক ঘুমিয়ে আছে তোমার ভিতরে।

ঘাতক ঘুমিয়ে আছে সামনে পেছনে
উত্তর-দক্ষিণে, পূর্ব-পশ্চিমে
ঘাতক ঘুমিয়ে আছে পৃথিবীর সবখানে।

১লা বৈশাখ, ১৪০৭
১৪.৪.২০০০

www.pathagar.com

কসোভা '৯৯

উপমাহীন এক বিধ্বস্ত ভূখণ্ডের নাম— কসোভা!

বলকানের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে লুহাওয়া
প্রিস্টিনা এখন লাশের নগরী
পাহাড়ী ঝরনার মত গড়িয়ে পড়ছে কেবল রক্তবৃষ্টি!

কসোভার জীবন এখন মৃত্যুর চেয়েও ভয়ংকর!

কসোভা মানেই যেন সার্বিয় হায়েনার হিংসার দাবানল!
কসোভা মানেই আমার সূর্যের সমান দীর্ঘশ্বাস!

মিলোসেভিচ!
তোমার জন্ম কোনো মানবীর গর্ভে নয়
বরং অন্য কোনো অভিশপ্ত শূকরীর জঠরে
তুমি কীভাবে বুঝবে মানবশিশুর নাড়িছেঁড়া আর্তনাদ!

হে কসোভা!
আর কোনো দীর্ঘশ্বাস নয়।
দেখ, রক্তে নেয়ে তোমার যেসব শিশুরা ঘুমিয়ে পড়েছিল
মেসোডোনিয়া এবং আলবেনিয়ার সীমান্তে
তাদের নি:শ্বাস থেকেও প্রবাহিত হচ্ছে আজ আগ্নেয় প্রপাত।
আমাদের বঙ্গোপসাগরও এখন ফুঁসে উঠছে জোয়ার যৌবনে:

না, কোনো মুসলিম ভূখণ্ডই আর পরাজিত হবে না কখনো।

www.pathagar.com

একুশের কবিতা

অনেকবার ভেবেছি, আর নয়।
এবার ঠিকই চলে যাব সুদূর কোথাও।
যতবারই ভেবেছি আর গুছিয়ে নিয়েছি
হৃদয়ের যত তৈজস, পুরনো স্বপ্নদানি
ততবারই কী এক মাতৃঋণে
            ফেরাতে হয়েছে মুখ, উঠোনের দিকে।
কাকে ফেলে যাব, কাকে নিয়ে যাব?
কোন্ গোপন সিন্দুকে রেখে যাব মমতার ভাষা?

চালের ফোকর দিয়ে উঁকি মারে আমারই সূর্য।
চড়ুই-এর মুখেও ভাসে প্রেমের সঙ্গীত
ধানের শরীর ছুঁয়ে নেচে নেচে খেলা করে হাওয়ার মেয়ে।
আর একুশের সেই তুমি—
অবাক বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে হয়ে গেছ মোহনীয় নদী।

কোথাও যাব না আর তোমাকে একাকী ফেলে।
যাব না কোথাও আর
যতদিন দেহে আছে প্রাণ
পাখির ভাষায় গেয়ে যাব ততদিন
একুশের স্রোতস্বিনী সেই মোহিনী নদীর গান।

দাহন বেলায়

বুনো বাতাসের চোখে ভয়াবহ ক্রোধ :
সমুদ্র প্রহরগুলি বেয়াড়া তার্কিক
কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের বুকে অসুখী ময়ূর

কোথায় লুকিয়ে আছে হিরন্ময় ইস্পাত

উপত্যকার শিখর থেকে উড়ে যায় অবাধ্য বালক
বালক ছড়িয়ে যায় দু'হাতে বারুদ
বারুদের গন্ধে জেগে ওঠে লাশের যৌবন

যখন যৌবন জাগে—
দাহ্যের পশমে উল্কি আঁকে সুঁচের নখর
হ্রদের অতল থেকে উঠে আসে বজ্রের কোরাস
থেমে যায় দাবদাহ, দাঁতালো প্রবাহ

যখন যৌবন জাগে—
তখন আশ্চর্য অন্ধকার ফুঁড়ে
পৃথিবীর উঠোন পেরিয়ে
কবরের পর কবর মাড়িয়ে ছুটে চলে নক্ষত্রের ব্যাধ
ছুটে চলে—
বৈশাখী ঘোড়ার পিঠে অবাধ্য বালক
জলহীন দাহন বেলায়।

www.pathagar.com

গন্তব্যের দিকে

সারারাত যার সাথে করেছি দীর্ঘ আলাপ
রাত শেষে চেয়ে দেখি সে কেবল আমারই সাথে।
কী নির্বোধ আমি!
ভাবতেই ভাঁজপড়া দু'চোয়াল বেয়ে গড়িয়ে পড়লো
দু'ফোঁটা ঘৃণার কষ।

সবাই যখন তোষামোদী ব্যবসায় রাতারাতি আকাশ ছুঁয়েছে
পকেটে ভরেছে সুবিধার মুদ্রা
কিংবা পেয়ে গেছে ঝলমলে তখ্‌ত আসন,
ঠিক তখনও কতটা অবৈষয়িক আমি
দিব্যি মালকোশ বাজিয়ে ফেরি করে বেড়াচ্ছি
শব্দের মতো এক অদরকারি তৈজস!
কেন যে এমনি একটি সুবিধাবাদী মূর্খদের
সঙ্গীত শুনিয়ে ঘুম ভাঙ্গাবার দায়ভার সেধে কাঁধে তুলে নিলাম!
যাদের হৃদয় বলতে কিছু নেই, যাদের বসবাস মানবতার
ঠিক উল্টো পিঠে!

অযাচিত এই পাহারাদারের জন্য সম্ভবত ঘৃণা এবং
উপেক্ষাই যথেষ্ট!

হরিতের চাষ হবে ভেবে মাথায় কাফন বেঁধে যেখানে কোদাল চালিয়েছি
কয়লাখনির শ্রমিকের মতো
আর বহন করে চলেছি বীজতলার জন্য বাছাইকৃত স্বাস্থ্যবান স্বপ্নবীজ,
এতোটা বছর পর—
আজ অবসন্ন ঘর্মাক্ত শরীরে যখন মহাকালের পিঠে
ঠেস দিয়ে কর্ষিত ক্ষেতের দিকে একটু তাকাই—
দেখি, আসলে সেটা মরুভূমির চির অজন্মা
বন্ধ্যাত্বের ভারে ক্লান্ত এক ধূসর প্রান্তর।

www.pathagar.com

ঝড় আগত। অথচ আসন্ন ঝড়ের জন্য আমার কোনো প্রস্তুতি নেই!

বয়সের সূর্য এখন হেলে পড়েছে কিছুটা পশ্চিমের দিকে।
আজ যখন আগত ঝড়ো রাতের চিন্তায় শংকিত
তখন দেখছি, আমার সাথী কেবল
আমারই জরাগ্রস্ত একটি নড়বড়ে ক্লিষ্ট দেহ
আর কামারশালার হাফরের মতো কিছু উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস।

গোধূলির এই সন্ধ্যায় উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি মহাশূন্যের দিকে।
হা-হতোষ্মি! মরুভূমির বালির উপর আমার কয়েকটি পদচিহ্ন ছাড়া
আর কিছুই চোখে পড়ছে না!

www.pathagar.com

সমুদ্রের কাছাকাছি

সমুদ্র সমুদ্র বলে জেগে উঠি
কোথায় সমুদ্র ?
অকস্মাৎ নেমে আসে সমুদ্রের দ্যুতি
তোমার ভেতর।
তারপর বহুবার
বহুবার হয়েছে আমার দীর্ঘ আলাপন।
সমুদ্র যেন বা এক দুরন্ত ঘোড়া।
ছুটে যায় বিদ্যুৎ গতিতে দূর সীমানায়।
হাঁটু ভেঙ্গে নুয়ে পড়ে সময়ের গতি।
ক্লান্তির প্রহর ভেঙ্গে
তুমিতো দিয়েছো বেশ ধূসর সমুদ্র পাড়ি।
কীভাবে স্পর্শ করবো তোমার প্রতীতি!
বলোহে, কীভাবে যেতে পারি
সমুদ্রের কাছাকাছি,
                গ্রহান্তর কিংবা নক্ষত্রের বাড়ি ?

www.pathagar.com

ফাটা কপালের দাগ

অবাধ্য কপালে নয় রাজটীকা রাজার আসন
কপালতো ফেটে গেছে সেই কবে পাথরের চাপে
ভেঙ্গে গেছে বুকের পাঁজর, শীর্ণ কংকাল কাঁপে
কাঁপে নিরন্তর ভাগ্য— অনাগত অস্থির বাসন।

বেদনা পাখির পালক ভাসে বাতাসে, ভাসে শোকে
ভাগ্যেরও ইতিহাস অতীত যেখানে— তার পিছে
পৃথিবী উত্তপ্ত হয়ে নামে ক্রমাগত আরো নিচে
সমুদ্রের নীলাভ- নীলিমা উধাও ধূসর চোখে।

শোকের মিছিলে দেখ ভেসে যায় আদিম মানুষ
মানুষের আগে আর এক সূর্য আর এক গ্রহ
গ্রহের ভেতর থেকে উঠে আসে অনন্তের দ্রোহ
লবণ- নদীতে ওড়ায় কে আজ স্বপ্নের ফানুস?

চরের মতো উঠেছে জেগে ফাটা কপালের দাগ
কপালতো ফাটা নয়, ফাটা যেন এশীয় ভূ'ভাগ ॥

www.pathagar.com

অবাক কাশ্মীর

ঝড়ের তাণ্ডবে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছো বারবার
তবুও দাঁড়িয়ে আছো! সম্মুখে চলেছো দুর্নিবার!
বিষাক্ত ছোবলে কতবার আক্রান্ত হয়েছো তুমি,
তবুও ছাড়নি এতটুকু তোমার নিজস্ব ভূমি!

কত না হয়েছে পাশাখেলা, কত না ফানুস ছল,
কত যে উঠেছে ফুসে নরপশু, হায়েনার দল।
কতভাবে হয়েছো ঝাঁঝরা, তবু স্থির আছো তুমি,
তবুও ছাড়নি এতটুকু তোমার প্রাণের ভূমি।

এখানে ঝরেছে কত প্রাণ— হিসাব রাখেনি কেউ,
আছড়ে পড়েছে রক্ত বন্যা— ঝিলাম নদীর ঢেউ!
শহীদের খুন মেখে সবুজ হয়েছে গাঢ় লাল,
কাফনের পতাকায় লিখে গেছো নাম— চিরকাল।

আসুক তুফান আরো! তবু পাহাড়ের মত তুমি
আগলে রাখো তোমার ইতিহাস, অস্তিত্বের ভূমি ॥

www.pathagar.com

গুজরাট এবং রক্তাক্ত শ্রাবণ

পৃথিবী চলেছে মৌসুমী বায়ুর পিঠে।

এখন শ্রাবণ।
মেঘগুলো যাযাবর বেদের বহর।
গুণটানা মাঝির মতো আমরা ক্লান্ত যখন,
যখন ঘরে ফিরছি প্রবল বৃষ্টিতে ভিজে,
গুজরাট তখন ফুঁপিয়ে উঠছে প্রচণ্ড পিপাসায়।
রক্তবৃষ্টি ছাড়া সেখানে আসে না শ্রাবণ।

আমাদের ফসল ছোঁয়া বাতাসের ঘূর্ণি
আর শালিকের ঝাঁক কোন্ বার্তা নিয়ে পাড়ি দিল
সীমান্ত আকাশ? জানি না।—
কেবল দেখছি, মায়ের ভেজা শাড়িতেও জড়িয়ে আছে
অশেষ বেদনা।

বৃষ্টি ঝরছে মুষল ধারায়।—
আর আমাদের স্বপ্নগুলো থমকে আছে নখের ডগায়।
বৃষ্টির ছাঁটগুলো রোদনভরা অবাক দৃষ্টি।
পৃথিবীর তাবৎ দীর্ঘশ্বাস আর বহমান রক্তই যেন
বৃষ্টির সমষ্টি।

তবে ঝরো বৃষ্টি!—
ঝরো নিয়মের প্রতিকূলে, অঝোর ধারায়।—

সারারাত বৃষ্টি। শ্রাবণের কী বাহার!
হে বৃষ্টি প্রশান্ত প্রস্রবণে ভেজাও তবে
গুজরাট, কান্দাহার ॥

২২.৭.২০০২

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মোশাররফ হোসেন খান

দাহন বেলায়